আপনি আপনাকে দেয়া দু’টি নূর বা আলোর সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনার পূর্বে আর কোনো নবীকে তা দেয়া হয়নি। আর ঐ দু’টি নূর হল ফাতিহাতুল কিতাব বা সূরা ফাতিহা এবং সূরা আল বাকারাহ-এর শেষাংশ। এর যে কোনো হরফ আপনি পড়বেন তার মধ্যকার প্রার্থিত বিষয় আপনাকে দেয়া হবে।”

ইবনু ’আব্বাস রদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “একদিন জিবরীল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বসেছিলেন। সে সময় তিনি উপর দিক থেকে দরজা খোলার একটা প্রচণ্ড আওয়াজ শুনতে পেয়ে মাথা উঠিয়ে বললেনঃ “এটি আসমানের একটি দরজা। আজকেই এটি খোলা হ’ল- ইতোপূর্বে আর কখনো খোলা হয়নি। আর এ দরজা দিয়ে একজন মালায়িকাহ পৃথিবীতে নেমে আসলেন। আজকের এ দিনের আগে আর কখনো তিনি পৃথিবীতে আসেননি। তারপর তিনি সালাম দিয়ে বললেনঃ আপনি আপনাকে দেয়া দু’টি নূর বা আলোর সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনার পূর্বে আর কোনো নবীকে তা দেয়া হয়নি। আর ঐ দু’টি নূর হল ফাতিহাতুল কিতাব বা সূরা
ফাতিহা এবং সূরা আল বাকারাহ-এর শেষাংশ। এর যে কোনো হরফ আপনি পড়বেন তার মধ্যকার প্রার্থিত বিষয় আপনাকে দেয়া হবে।” [সহীহ] [ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন]

ফেরেশতা জিব্রাইল আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বসে ছিলেন, এমন সময় তিনি আকাশ থেকে দরজা খোলার শব্দের মতো একটি শব্দ শুনতে পেলেন। জিব্রাইল মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকালেন, তারপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, এটি আকাশের একটি দরজা যা আজ খোলা হয়েছে এবং আজ ছাড়া এর আগে কখনও খোলা হয়নি। তারপর সেখান থেকে একজন ফেরেশতা পৃথিবীতে নেমে এলেন, আর আজ ছাড়া তিনি এর আগে কখনও অবতরণ করেননি। ফেরেশতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম জানালেন এবং বললেন: তোমাকে যে দুটি নূর দেওয়া হয়েছে তোমার পূর্বে যা কোন নবীকে দেওয়া হয়নি তার সুসংবাদ গ্রহণ কর। সেগুলো হল: সূরা আল-ফাতিহা এবং সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত। তারপর ফেরেশতা বললেন: কেউ তার থেকে একটি হরফ পড়বে না, তবে আল্লাহ তাকে তার মধ্যে যা আছে, যেমন কল্যাণ, প্রার্থনা ও অনুরোধ তা দেবেন।

http://sunnah.global/hadeeth/bn/show/5775